ম্যানর ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য লেখ।

সামন্ততান্ত্রিকতা প্রকৃতপক্ষে বহুমুখী পদ্ধতি এবং ম্যানর ব্যবস্থাএরই একটা অংশ। ম্যানর ব্যবস্থা ছিল একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে পুরো গ্রামের ব্যক্তিবর্গরা কৃষিকাজে অংশ নিত। একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতি এবং এরা একত্রে সামন্ততান্ত্রিকতার অখন্ড অংশ। Thompson ও Johnson বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন," Manorialism, the Characteristics medieval system of cultivating the soil by the labor of the Village community,from the political and economic points of view is definitely a part of feudalism ". অভিজাত সামন্ততান্ত্রিকতার ভিত্তি অপরিহার্যভাবে কৃষকদের প্রচুর পরিশ্রম এবং বেশিখাজনার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। শিল্প বিপ্লবের গুরুতর প্রভাব কৃষি কাজের উপর পড়া সত্বেও ইহা মধ্যযুগের সামাজিক ভিত্তি কে ধ্বংস করতে পারেনি। এমনকি এই বর্তমান সময়েও ম্যানর ব্যবস্থার গুরুত্ব বিদ্যমান আছে, কারণ এটি আমাদের জীবনের বর্ণনা দেয় এবং পশ্চিম ইউরোপের গ্রাম্য মানুষদের জীবনযাত্রার ধরন তুলে ধরে। এটা এখনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই 'Manor' ইউরোপ থেকে তখনও অন্তর্নিহিত হয়নি।

সামন্ততন্ত্রের মত ম্যানর ব্যবস্থা কিছুটা জার্মান কিছুটা রোমান ছিল। ঘটনা হিসেবে দুটো প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেড়ে উঠেছিল এবং তারা একই শক্তিরই উপাঙ্গ ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে বেশি জমির অভিজাতগিরির উত্থান এবং বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল এবং গোলাম সুলভ কৃষক গিরি ছিল এবং বেশ বিভ্রান্তি অর্জন করেছিল যে ক্ষেত্রে সেটি 'মেরোভিঞ্জিয়' শাসনকালে বিশৃংখলার দ্বারা রাজ্যের মধ্যে জার্মানদের উপনিবেশ গড়ার জন্য এবং নবম শতকের নৈরাজ্যতা এবং বিপদাপন্ন করার দ্বারা।

রোমান গ্রামস্থ বাসভবন এবং জার্মান গ্রাম থেকেই ম্যানর ব্যবস্থার উদ্ভব। প্রকৃতপক্ষে ম্যানরের জার্মান গ্রামের থেকেই উদ্ভব কারণ ইহা তার স্বাধীনতা হারালেও এটি সমর্থ হয়েছিল এর আসল অধিকার ধরে রাখতে পুনরায়, একজন রোমার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রোমান গ্রামের মালিক হলেও তার জমি গুলি ক্রীতদাস দ্বারা এবং প্রজারুপে ভোগ করে লোকেরা চাষ করত এবং তারা জার্মান গ্রামগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবে, " যে জমিগুলি লাভ করা হয়েছে এবং একদল মুক্তি পাওয়া দাসদের দ্বারা সার্বজনীনভাবে চাষ করা হয়েছে। একইভাবে জার্মান গ্রামগুলি এবং এর সামাজিক মর্যাদা রোমান গ্রামস্থ বাসভবনের ব্যক্তিগত মালিকগিরির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। শেষত: এই ম্যানর ব্যবস্থা ছড়ানোর ক্ষেত্রে চার্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শহর এলাকার থেকে গ্রাম্য এলাকার খ্রিস্টান ধর্মের সম্প্রসারণ ম্যানর ব্যবস্থা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। সাধারণত: এর প্রতি চার্চের বড় ভূসম্পত্তি যুক্ত ছিল বা যাজক পল্লীর বাড়ীর ভেতর থেকেই সমন্বয় সাধন করা হতো। ম্যানরের মত যাজক পল্লী প্রায়শই একই হত। সেখানে লর্ডের সাথে প্রজার, চার্চের সাথে যাজক পল্লীর জমির অভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এইভাবে বৃহৎ ভূ- সম্পত্তির মালিক তার নিজের জমিতে গির্জার যাজক নিয়োগ করতে পারত। সুতরাং "ম্যানর ব্যবস্থা পেগান এবং খ্রিষ্টান, রোমান এবং জার্মান উপাদানের একই ধরনের সংমিশ্রণ"। বেশিরভাগ মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপত্তির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটাই প্রচলিত রীতি।

ম্যানর ব্যবস্থা বিস্তৃত ছিল পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে। অবশ্য এ ব্যবস্থা ইউরোপের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি, কোন কোন অঞ্চলে ম্যানেরর উৎপত্তি ঘটেছিল সবার আগে,কোন কোন অঞ্চলে প্রায় সম্পূর্ণ আবাদি জমি ম্যানরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আবার কোথাও কোথাও ছোট স্বাধীন চাষী থেকে গিয়েছিল বহু সংখ্যায়। ফ্রান্স এবং ইতালির অংশবিশেষে ম্যানর ব্যবস্থা জার্মানি ও ইংলন্ডের বহু আগেই গড়ে উঠেছিল। 1200 খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে এ ব্যবস্থা বিবর্তনের পর্যায়েই ছিল,শার্লামেনের সময় লোয়ার এবং মিউজ -এর মধ্যবর্তী প্রদেশগুলিতে শ্রম ও সেবার শোষণ যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, জার্মানিতে তার বিকাশ তখনও সম্পূর্ণ হয় নি।নবম শতকের মধ্যে যে অঞ্চলগুলিতে ম্যানর ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তর- পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব গল, ইতালির অধিকাংশ,ক্যাটালনিয়া,রাইনভূমি এবং মধ্য ও দক্ষিণ জার্মানির অংশবিশেষ। দশম শতকের আগে ইংলন্ড এবং ডেনমার্কে ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়নি।গলের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং সাক্সনিড় সমতলভূমিতে ম্যানর ব্যবস্থা কখনও সম্পুর্ণ হয়নি। গলের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং স্যাক্সনির সমতল ভূমিতে ম্যানর ব্যবস্থা কখনও সম্পূর্ন হয়নি কারণ এসব অঞ্চলে কয়েক হাজার একরব্যাপী বড় বড় ভূ-সম্পত্তির পাশাপাশি ছিল ছোট ছোট জমি যাদের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল শুধু রাষ্ট্রের। এই স্বাধীন জমি গুলি - অ্যালড- সবচেয়ে বেশি ছিল আঁকুতায়। সবশেষে ছিল ফ্রিজল্যান্ড, উত্তর হল্যান্ড এবং ডিথমার্সেন(ইডার নদী এবং এলব-এর মোহনার মাঝখানে কিয়েল খালের পশ্চিম প্রান্তে) নরওয়ে এবং সম্ভবত সুইডেন, যেখানে ম্যানর ব্যবস্থা আদৌ গড়ে ওঠেনি।

বৈশিষ্ট্য :-- ম্যানর বা খামারবাড়িতে যে চাষের জমি গুলি ছিল তা প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল।(1) গম চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি,(2) যব চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি,(3) যে জমিতে কোনোরকম চাষ করা হত না। এই জমি চাষ না করার কারণ হল- সব জমি চাষ করলে জমির উর্বরতা কমে যাবে। তাই কিছু জমি কোনোরকম চাষ না করেই ফেলে রাখা হত। জমি চাষের ক্ষেত্রে বলদে টানা লাঙলের সাহায্য নেওয়া হত। Serf- রা বিনা পারিশ্রমিকেই জমি চাষের কাজে নিযুক্ত থাকত।

G.G.Coulton তার 'The Medieval Village' গ্রন্থে গ্রামকে কেন্দ্র করে ম্যানর ব্যবস্থার বিকাশকে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের সুন্দর একটি বিষয়ের কথা বলেছেন। জার্মান ম্যানর ব্যবস্থায় যদি বহিরাগত কোন Serf ম্যানরের কোন নারীকে বিবাহ করতে চায় তাহলে তাকে বিশেষভাবে অর্থ দিতে হবে। Serf দের বিবাহের ক্ষেত্রেও একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। Serf কে বিবাহ করতে হলে লর্ডের অনুমতি নিতে হত। তার জন্য তাকে কিছু অর্থ দিতে হত। লর্ডের অধীনে Serf রা বিবাহ করলে আরও অনেক সমস্যা ছিল। ইংলন্ডে Serf রা বিবাহের অনুমতি নেওয়ার জন্য লর্ডকে অর্থ দিত যা 'Merchet ' নামে পরিচিত ছিল।কোন Serf অন্য কোন লর্ডের অধীনে থাকা Serf- এর মেয়েকে বিবাহ করলে Serf -প্রভুকে যে বিশেষ খাতে অর্থ দিতে হত তা ফ্রান্সে 'For marriage ' বলে পরিচিত ছিল।

ম্যানর ব্যবস্থায় কৃষি ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদ্ধতির প্রচলন হতে থাকে। চাষের ক্ষেত্রে ম্যানর ব্যবস্থায় গরুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে লাঙল টানার ক্ষেত্রে ঘোড়ারও ব্যবহার করা হয়। কৃষির উপকরণ কাস্তে ও কোদালের ব্যবহার করা হয়।কৃষি পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের চেষ্টা করা হলেও উৎপাদনের পরিমাণ খুব বেশি বেড়ে গিয়েছিল এমনটা বলা যায় না। ম্যানর ব্যবস্থায় উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগ না হওয়ায়

উৎপাদনের পরিমাণ বাড়েনি। ম্যানরের গবাদি পশুগুলিও দুর্বল প্রকৃতির ছিল। ম্যানরে শুকর পালনও করা হত। জমিতে বছরে তিনবার চাষ করার পদ্ধতির প্রচলন করায় উৎপাদন কিছুটা পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। জমিতে এক বছরে যে ফসল বোনা হত পরের বছর সেই ফসল না বুনে অন্য ফসল বোনা হত।তার কারণ এর ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে,সেই সঙ্গে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

ম্যানর ছিল অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল একথা বলা যায়-না। ম্যানরে প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদিত হত ও জীবনযাপনের জন্য যা দরকারী তার চাহিদা মেটানো হত। যদি ম্যানরে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর উপর লর্ডের অধিকার একচেটিয়াভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ম্যানরে মদ তৈরির দ্রব্যসামগ্রী, আটার কল, আটার রুটি তৈরীর বেকারি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন লর্ডগন। যদিও ম্যানরে কাপড় তৈরি করা হতো, চর্ম শিল্পেরও প্রসার ঘটেছিল। প্রত্যেকটি ম্যানরেই কামাব, কুমোর, চর্মকার প্রভৃতি পেশার সৃষ্টি হয়েছিল। ম্যানরগুলিতে থেকে এরা সমস্ত কাজ করত। মশলা ও শুকনো লঙ্কা বাইরে থেকে আমদানি করতে হতো। এছাড়া ও লবণ বাইরে থেকে আমদানি করা হতো।

ম্যানর ব্যবস্থায় গ্রামগুলিতে 12 বা 15 টি পরিবার একত্রে বসবাস করত। 50 বা 60 টি পরিবারের ম্যানরও দেখতে পাওয়া যায়। ম্যানর গুলিতে কৃষকদের দুরবস্থার অন্ত থাকতো না। কৃষকরা যে ঘর গুলিতে বাস করত সেগুলি স্যাঁতস্যাতে এবং জানালাবিহীন। কোনক্রমে মাথা গুঁজে তারা বাস করত। ঘরগুলি থেকে ধোঁয়া নিষ্কাশন এর জন্য কোন ছিমনি ছিল না। কৃত্তিম আলোর ব্যবস্থা ছিল না। অনেক সময় মোমবাতি ব্যবহার করা হতো। কৃষকদের লেখাপড়ার ব্যবস্থাও ছিল না। কৃষকরা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ঘরে যেত এবং সূর্য উঠার সময় কাজে যেত। কৃষকদের ঘরের আসবাবপত্র কিছু ছিল না। বিড়াল, কুকুর এবং মুরগিরা যেভাবে অসহায় অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করত সে ভাবে কৃষকদেরও জীবন যাপন করতে হতো। A. Luchaire ফ্রান্সের কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা কথা তুলে ধরেছিলেন তার " Social France at the time of Philip Augustus" গ্রন্থে।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--

1) ম্যানর ব্যবস্থা বলতে কী বোঝো ?
2) ম্যানর ব্যবস্থার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল ?
3) ম্যানর ব্যবস্থার বিস্তার সম্পর্কে লেখ।
4) ম্যানর এ অবস্থিত চাষ যোগ্য জমির ভাগ গুলি লেখ।
5) ম্যানরে কৃষকদের অবস্থা কিরূপ ছিল ?

সূত্র নির্দেশাবলী :--

১} মধ্যযুগীয় ইউরোপে [৮০০-১২৫০ খ্রী.]-- জয়ন্ত বৈদ্য ও বিশ্বজিৎ রায়।
২} মধ্যযুগের ইউরোপ [৮০০-১২০০ শতাব্দী] -- পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য।
৩} মধ্যযুগের ইউরোপ [রাষ্ট্র,সমাজ, সংস্কৃতি] -- পুলকেশ রায়।